নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১১, পৃ : ৫৩-৬৬
© ২০০৬ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

পি.আর.এ'র ধর্মতত্ত্ব : একটি নিরীক্ষণ

জহির আহমেদ*

১. ভূমিকা

পি.আর.এ. কে আমি খ্রীষ্ট ধর্মের সাথে তুলনা করছি। খ্রীষ্ট ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায় যে, 'অংশগ্রহণ' ধারণাটি গীর্জার 'service' এর ধারণার সাথে যুক্ত। গীর্জায় সার্ভিসের সময় খ্রীষ্ট ধর্মের অনুসারীদের একযোগে বাইবেলের বিশেষ টেক্সট উচ্চারণ করতে হয়। এটি একটি 'Duty' যা অবশ্য পালনীয়। এটি না করলে খাঁটি খ্রীষ্টান হওয়া যায়না। অন্য অর্থে 'অংশগ্রহণের' এই ধারণা খ্রীষ্ট ধর্মের দীক্ষা (Baptise) নেবার মতো। একই ভাবে পি.আর.এ. Participatory Rural Appraisal (PRA) গবেষণা পদ্ধতিকে অবশ্য পালনীয় একটি ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দাতা সংস্থার গবেষণা ম্যানুয়েলে 'DO PRA' একটি 'service' এর মতো। স্থান, কাল পাত্র ভেদে পি.আর.এ অনুশীলন করতেই হবে। পি.আর.এ'র নিজস্ব ডিসকোর্স অনুযায়ী facilitator ও জনগণকে কতগুলো নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হয়। এই অনুসরণ নীতি পি.আর.এ. গবেষণা কৌশলে বিধৃত রয়েছে। সে অর্থে আমি পি.আর.এ. গবেষণা কৌশলকে খ্রীষ্ট ধর্মের অনুসরণীয় কর্তব্যের মতোই মনে করি। পুরো প্রবন্ধে পি.আর.এ. কৌশল সমূহ আলোচনা পূর্বক মন্তব্য তুলে ধরে আমার যুক্তি হচ্ছে যে, পি.আর.এ. পাশ্চাত্যভূমিজাত একটি গবেষণা কৌশল যা 'তৃতীয় বিশ্বে' সংস্কৃতি ভেদে ধর্মতত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালায়।

Participatory Rural Appraisal (PRA) একটি পদ্ধতিমালার নাম সমষ্টি, যা 'অংশগ্রহণ' এবং 'ক্ষমতায়নে'র উপর গুরুত্বারোপ করে। এই পদ্ধতিমালা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অনুসরণ করা হয়না, বরং যে কোন পরিস্থিতিতে একটি সার্বজনীন পদ্ধতিমালা হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে বলে দাবী করা হয়। পি.আর.এ. দৃষ্টিভঙ্গী স্থানীয় বাস্তবতাকে দৃশ্যতঃ (visually) প্রতিনিধিত্ব করে কতক কৌশলের মাধ্যমে। যেমনঃ মানচিত্র, ম্যাট্রিক্স, ডায়াগ্রাম এবং ক্যালেন্ডার। এই কৌশলের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে নিজস্ব পন্থায় নিজ সমাজের সমস্যা চিহ্নিত করে যা জাতীয় পরিকল্পনা ও পলিসিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে বলে PRA গবেষণা কৌশলে দাবী করা হয়। কিন্তু যে প্রক্রিয়া বা কৌশলের মধ্য দিয়ে PRA জ্ঞান উৎপাদনের আশ্রয় নেয় তার স্বরূপ কি তা রীতিমত প্রশ্নাতীত থেকে যায়।

---

* অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২।
ই-মেইলঃ zahmed69@hotmail.com

এই প্রবন্ধটি দুটি ইমপেরিক্যাল কাজের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে লেখা। একটি হচ্ছে নোয়াখালী জেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পি.আর.এ অনুসৃত বিষয়াবলী। অন্যটি হচ্ছে খুলনা জেলায় মৎস্য চাষীদের জীবিকা বিশ্লেষণে পি.আর.এ কৌশলের ব্যবহার (Ahmed, et.al. 2001,Quddus, 2001, VLPS, 2001)। দুটো গবেষণা এলাকায় আমি লক্ষ্য করি যে, পি.আর. এ. জনগণের সামাজিক বাস্তবতার বহুবিধ মতাদর্শকে উপেক্ষা করে। এই গবেষণা এলাকাগুলোতে দেখা যায় যে, কৃষকেরা যে প্রেক্ষিতে facilitator কে তথ্য দেয় বাস্তবে তা অন্যরূপ পরিগ্রহ করে। PRA'র আনুষ্ঠানিক পরিবেশে যা বলা হয় অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে তা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এতদুদ্দেশ্যে PRA অনুসৃত সম্পদ ব্যবহারের ধরন (resource use pattern) এবং জনগণের বাস্তবে অনুসৃত সম্পদ ব্যবহারের ধরণ থেকে ভিন্ন।

এই প্রবন্ধে আমি দেখাতে চেষ্টা করব পি.আর.এ. গবেষণা কৌশলটি অভিভাবকত্বমূলক হতে পারে। অন্য কথায় পি.আর.এ. যা দাবী করে তা প্রয়োগিক অর্থে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ? প্রবন্ধটিতে একদিকে যেমন অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমতা সম্পর্কের ধরণ যাচাই করা হয়েছে তেমনি ঐ ক্ষমতা সম্পর্কে প্রসূত জ্ঞান উৎপাদনের স্বরূপও উন্মোচন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার যুক্তি হচ্ছে যে, পি.আর.এ. একটি যান্ত্রিক গবেষণা কৌশল, একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের জটিল বাস্তবতাকে তুলে ধরতে' অপ্রতুল। একটি অসম সমাজে যে বহুমুখী বিচিত্র মতাদর্শ এবং চর্চা রয়েছে, তা গবেষণা কৌশল হিসেবে PRA অনুধাবন করতে পুরোপুরি সক্ষম নয়।

ভূমিকা বাদে প্রবন্ধটি ৫টি অংশে বিভক্ত। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে পি.আর.এ বলতে কি বুঝায় তা আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে পি.আর.এ'র প্রধান কৌশল সমূহ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চতুর্থ অংশে উন্নয়ন ডিসকোর্সে পি.আর. এ'র অন্ত র্ভূক্তিকরণ এবং তা তৃতীয় বিশ্বের অপরিহার্য অনুসৃত গবেষণা কৌশলের রাজনীতি আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের পঞ্চম অংশে পি.আর এ গবেষণা কৌশলে অনুসৃত বিভিন্ন প্রত্যয় সমূহ যথা 'অংশগ্রহণ", 'লিঙ্গীয় বিষয়াবলী', 'স্থানিক জ্ঞান' এর ব্যবহার ইমপিরিক্যাল তথ্যের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এটি বলা যায় যে, পি.আর.এ'তে ব্যবহৃত শব্দাবলী সমূহ একটি বাগড়াম্বর। সার্বিক বিশ্লেষণের আলোকে প্রবন্ধের শেষ অংশে মন্তব্য রয়েছে।

২. পি.আর.এ বলতে কি বোঝায়?

সাধারণভাবে পি.আর.এ হচ্ছে কতক পদ্ধতি ও কর্মকাণ্ডের সমষ্টি যার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং বিনিময় করা হয়। এ প্রক্রিয়া গবেষক এবং গবেষিতের মধ্যে ঘটে থাকে। যুক্তিটি হচ্ছে এই যে, জরীপ প্রশ্নমালা এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক গবেষণা

কৌশলে গবেষকের কর্তৃত্ব প্রশ্নাতীত থাকে, জনগণের অংশগ্রহণের কেবল 'উত্তরদাতা' হিসেবে বিবেচিত হয়। বিপরীতে পি.আর.এ গ্রামীণ জনগণের অংশগ্রহণের উপরই কেবল গুরুত্ব আরোপ করে না, বরং তথ্যের নিয়ন্ত্রণের উপরও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখে। মোদ্দা কথায়, পি.আর.এ হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি মালার একটি পরিবার যেখানে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়িত হয়। (Chambers 1983, 1989; Chambers *et.al.* 1989)

পি.আর.এ. গতানুগতিক গবেষণা কৌশলের বিপরীতে মেরুতে অবস্থান করে বলে দাবী করে। গতানুগতিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক সীমিত এবং মৌলিক। অন্যদিকে পি.আর.এ. কৌশল হচ্ছে মুক্ত, দলীয় এবং দৃশ্যমান। গতানুগতিক গবেষণা কৌশলে গবেষক-গবেষিতের সম্পর্ক একরৈখিক এবং দূরত্বমূলক, পক্ষান্তরে পি.আর.এ. তে গবেষিতও ক্ষমতায়ন ভোগ করে। গবেষণা কৌশলের ক্ষেত্রেও পি.আর.এ. এর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে বলে দাবী করা হয়। যেমনঃ গতানুগতিক গবেষণা পদ্ধতিতে একজন গবেষিত কেবল উত্তরদাতা এবং তার ভূমিকা প্রান্তিক। পি.আর.এ. 'টিম-ওয়ার্ক' নির্ভর বলে উত্তরদাতা সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেন। এই ভূমিকা তিনি প্রদত্ত তথ্যের বাছ-বিচার করে বাস্তবে রূপায়নের ভূমিকা রাখেন। এক্ষেত্রে একজন পি.আর.এ. গবেষক গবেষিতকে 'শিক্ষকের' ভূমিকায় দেখতে অধিক আগ্রহী। পি.আর.এ গবেষণা কৌশলের রয়েছে সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক লক্ষ্য।পূনঃ পূনঃ উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যর্থতার নিরীখে পি.আর এ'র মাধ্যমে অনুসন্ধানমূলক কৌশল অবলম্বন করা হয়, যেখানে সামাজিক বাস্তবতা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কতক পেশাজীবির নিজস্ব চিন্তা-চেতনা জাত 'উন্নয়ন' ধারণা জনগণকে কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ হয় বলে পি.আর.এ দাবী করে। তৎপরিবর্তে পি.আর.এ জনগণের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য জনগণ থেকে উৎসাহিত গবেষণা কৌশলের উপর গুরুত্বারোপ করে।

৩. পি .আর. এ অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ ঃ কি, কিভাবে এবং কেন?

পি. আর. এ হচ্ছে RRA (Rapid Rural Appraisal) এর বর্ধিত সংস্করণ। উন্নয়ন প্রকল্প জগতে বর্তমানে পি.আর.এ কৌশল অনুসরণ এক রকম অবিসংবাদিত হয়ে পড়েছে। সময় এবং বাজেটের সংকোচনের কথা চিন্তা করে ১৯৭০ সালের দিকে উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে পি.আর.এ শুরু হয়। আগে ভাগে ঠিক করা প্রকল্পের অনুসন্ধানে আর.আর.এ ব্যবহৃত হতো। RRA (Rapid Rural Appraisal) -র তুলনায় পি.আর.এ -তে জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণ থাকে বলে জোর দেয়া হয়। পি.আর.এ গবেষকরা কোন বিশ্লেষণী ক্যাটাগরীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ব্রতী হন না। গবেষণা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতা বিষয়কে অধিক

প্রধান্য দেয়া হয়। এতদুদ্দেশ্যে স্থানীয় জনগণকে প্রশিক্ষণ ও চাকুরীর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদের 'স্থানিক জ্ঞান' (indigenous knowledge/ local knowledge) এবং বাস্তবতার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়াহয় (Goebel,1998)। এতদুদ্দেশ্যে পি.আর.এ কতক গবেষণা কৌশল অবলম্বন করে। নিম্নে প্রধান প্রধান কৌশল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

৩.১ গ্রামীণ মানচিত্র (Village Mapping)

এই কৌশলের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ নিজেদের এলাকার অবস্থান, সীমানা, বিভিন্ন ভৌতিক অবকাঠামোর অবস্থান ইত্যাদি নিজেরাই চিহ্নিত করে। গ্রামীণ জনগণ যেহেতু বেশীরভাগই 'অশিক্ষিত', সেখানে এ কৌশল কার্যকর দুটো কারণে। প্রথমতঃ কাগজ-কলম নির্ভর জরীপ গবেষণার পরিবর্তে জনগণ নিজেদের পারিপাশ্বিক বস্তুজগতের মাধ্যমে মাটিতে নিজেদের গ্রামের তথ্য নিজেরাই নির্ণয় করতে পারে, দ্বিতীয়তঃ গবেষকের একতরফা সিদ্ধান্তের পরিবর্তে গ্রামীণ জনগণ নিজেরাই নিজেদের মত করে তথ্য সাজাতে পারে। এটি প্রকারান্তরে তাদের 'ক্ষমতায়নকে'ই নিশ্চিত করে বলে পি.আর.এ গবেষণা কৌশলে দাবী করা হয়। সোজা কথায় পি.আর.এ কৌশলে 'গবেষক' কে আগে বলতে দেয়, মাটিতে স্থানীয় বস্তু সামগ্রীর মাধ্যমে এলাকার মানচিত্র অংকন করতে দেয়। এটি সত্য যে জনগণ হয়তো বৈজ্ঞানিক ভাবে মানচিত্র অংকন করতে সক্ষম নয়, কিন্তু পি.আর.এ দেখে যে, স্থানীয় জনগণ কি অংকন করছে, কিভাবে এবং কোন ক্রমানুসারে করছে, ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেয়।

লিঙ্গীয় বিভাজনের ভিত্তিতে দলকে ভাগ করা হয় এবং পুরুষ মহিলাকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে স্থাপন করা হয়। ফলে প্রথাগত গবেষণা কৌশলের মত সমস্বত্ব দলকে বিবেচনা না করে পি.আর.এ বৈচিত্র্যমুখীনতার উপর গুরুত্ব দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মানচিত্রে পুরুষদের মধ্যে গ্রামের রাস্তাঘাট, পুকুর, স্কুল-মাদ্রাসা ইত্যাদি চিহ্নিত করার প্রবণতা বেশি থাকতে পারে। পক্ষান্তরে, মহিলারা ঘর, আঙ্গিনার ইত্যাদির উপর জোর দিতে পারে।

৩.২ বিভিন্ন ধরণের ম্যাট্রিক্স

এ ধরণের গবেষণা কৌশলের মাধ্যমে কতক ক্রমানুসারে বিশেষ ক্যাটাগরীর তথ্যকে সন্নিবেশিত করা হয়। যেমন ঃ যদি কোন জনগোষ্ঠীকে বলা হয় যে, তাদের কৃষির সম্পদ ব্যবহারের ধরণ কি ধরণের, সেক্ষেত্রে জনগণ বলতে পারে তাদের উৎপন্নের নামগুলো। কোন উৎপন্ন তারা নিজেরা ভোগ করে এবং কোন গুলো বাজারে বিক্রি করে তা সনাক্ত করবে। এছাড়া উৎপাদন কে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কে বেশি উপকৃত হয় তাও তারা সনাক্ত করতে পারে। ধরা যাক, উৎপন্ন পণ্যকে একটি বড় চার্ট

কাগজে তালিকা করে লিখল। প্রতিটি উৎপন্ন ব্যবহারের ধরণকে দ্বিতীয় কলামে লিখল। তৃতীয় কলামে হয়তো ভোগ ও চতুর্থ কলামে বিক্রির তালিকা করলো। সম্পদ ব্যবহার গবেষণা কিংবা জীবিকা বিশ্লেষণে গবেষণায় ম্যাটিক্স কৌশল কার্যকর বলে মনে করা হয়।

৩.৩ সম্পদের ক্রমোচ্চতা (Wealth Ranking)

এ ধরণের অনুশীলনের মাধ্যমে সম্পদের নির্ণায়ক সমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং গ্রামীণ মানুষেরা তা নিজেরা সহজেই করতে পারে। অংশগ্রহণকারীদের বলা হয় যে, এলাকার সম্পদশালী কারা, তাদের জীবন যাত্রা প্রণালীর স্বরূপ কি ইত্যাদি। দলসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্ণায়ক বের করতে দেয়া হয় বলে তালিকা বড় হতে পারে। নামগুলো সনাক্ত করার পর একটি ম্যাট্রিক্সে ফেলা হয় এবং নির্ণায়কগুলোকে ক্রমানুসারে সাজানো হয়। প্রতিটি গৃহস্থালীকে নাম দেয়া হয় এবং সম্পদের ক্যাটেগরীতে ফেলা হয়।

৩.৪ ঋতুভিত্তিক ক্যালেন্ডার (Seasonal Calander)

ঋতুভিত্তিক ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে এক বৎসরের পরিবর্তন সমূহকে সনাক্ত করা হয়। স্থানীয় জীবনযাত্রার মাস ভিত্তিক ধরণসমূহ ঋতুভিত্তিক ক্যালেন্ডারের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়। যেমন বিভিন্ন সমস্যা সুযোগ কিংবা দুর্যোগের বিষয় সমূহকে ক্ষণভিত্তিক পর্যবেক্ষণ করতে হলে এক বৎসরের বিভিন্ন মাস ভিত্তিক হিসেব প্রয়োজন। নিজেদের সংস্কৃতিজাত বলে গ্রামীণ জনগণ তা সহজে নিরূপণ করতে পারে। স্থানীয় সময়ের একক এবং সহজলভ্য বস্তুর সাহায্যে বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক ক্যাটেগরীর মানুষ বিভিন্ন ভাবে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থাপন করে।

৪. উন্নয়ন ডিসকোর্সে পি.আর.এ.

উন্নয়নশীল দেশসমূহে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন পদ্ধতি সমূহ গবেষণায়, উন্নয়ন প্রকল্পে এবং গ্রামীণ সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমনঃ Participatory Rural Appraisal (PRA), Rapid Rural Appraisal (RRA) এবং Participatory Action Research (PAR) ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত চাপিয়ে দেয়া কৌশল সমূহকে চ্যালেঞ্জ করে। এই গবেষণা কৌশল সমূহ দাবী করে যে, যদি স্থানিক জ্ঞানের (indigenous knowledge) উপর গুরুত্ব দেয়া যায়, যদি গবেষিতকে গবেষকের সমমর্যাদায় নিয়ে আসা যায় তাহলে উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রণোদনা সৃষ্টি হবে। রবার্ট চেম্বারস এ মতের অন্যতম একজন প্রধান প্রবক্তা হিসেবে বহুল আলোচিত। চেম্বারস গবেষকের পেশাগতকরণের পরিবর্তে

সাধারণ মানুষকে উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তাদের জ্ঞান, আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয় সমূহকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার কথা বলেন (Chambers 1983,1989)। গবেষককে (facilitator) বলা হচ্ছে যে, সাধারণ জনগণের কথা সর্বাগ্রে শুনতে হবে। তাদের নিজের মত করে নিজেদের এলাকার মানচিত্র, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহের আন্তঃসম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় যেন নিজেরাই করতে পারে সে বিষয়ে উৎসাহিত করতে হবে।

দৃশ্যতঃ এ ধরনের বক্তব্য প্রচলিত প্রাকৃতিক জ্ঞান নির্ভর গবেষণা কৌশলের বিপরীতে অবস্থান করে। প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতিতে একজন গবেষক সংগ্রাহক এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অধিকারী হিসেবে বিবেচিত। সেদিক থেকে পি.আর.এ. কৌশলকে 'বৈপ্লবিক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যেখানে গবেষক এবং গবেষিতের সম্পর্ক একই রেখার উপর প্রতিস্থাপিত (Scoones and Thompson, 1993; 1994)।

তথ্য সংগ্রহে পি.আর.এ. কৌশলের ইতিবাচক দিক সমূহ দাতা উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে দেখা যায়। প্রকল্প সম্পর্কে ত্বরিৎ সামাজিক তথ্য সংগ্রহের জন্য পি.আর.এ. কে বেছে নেয়া হয় এ কারণে যে পূর্বোক্ত গবেষণা কৌশল সমূহ জনগণের সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা অনুধাবনে ব্যর্থ ছিল। যার কারণে প্রকল্পগুলো জনগণের 'উন্নতি' ঘটাতে পারেনি। বিশ্বব্যাংক এবং FAO -র মত দাতা সংস্থাসমূহ তাদের ব্যর্থ প্রকল্প সমূহকে সফল করতে জনগণের অংশগ্রহণের কথার উপর গুরুত্বারোপ করে এবং পি.আর.এ. কে প্রধান গবেষণা কৌশল হিসেবে বেছে নেয়, সে সুবাদে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ 'DO PRA' প্যাকেজ অনুসরণ করতঃ পি.আর.এ. কে সামাজিক সাংস্কৃতিক তথ্য সংগ্রহের একক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করে।

বলা বাহুল্য, বাংলাদেশেও সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে পি.আর.এ. নিয়ম নীতিকে অবশ্য পালনীয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী গবেষণা কৌশল হিসেবে চর্চা করে। বাংলাদেশের বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সমূহ, সরকারী স্বাস্থ্য, পরিবেশ, কৃষি বিভাগ সমূহ পি.আর.এ. গবেষণা পদ্ধতিমালার উপর ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা করণের মাধ্যমে পি.আর.এ.–র সর্বোচ্চ চর্চাকে নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু বিপদজনক ব্যাপার এই যে, সর্বস্তরের সমাজ গবেষক এবং একাডেমিক দাতা সংস্থা সমূহ 'DO PRA' নীতি অনুসরণ করার কথা বলছে যাতে একটি প্রকল্পে সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে তারা নিশ্চিত করতে পারে। এভাবে পি.আর.এ. কৌশলের মাধ্যমে একটি সামাজিক বিশ্বকে সরলীকরণ করার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে, যে সামাজিক কৌশল হয়তো বা সেরকম নয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পি.আর.এ. দ্বিবিধ এপ্রোচের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ পি.আর.এ. এর মাধ্যমে স্থানিক জ্ঞানকে চিহ্নিতকরণ যা 'বহিরাগত' গবেষকের

ক্ষমতাকে খর্ব করবে এবং দ্বিতীয়তঃ জনগণের মাধ্যমে প্রকল্প এবং বাস্তবায়ন নিজেরাই পরিকল্পনা করতে পারবে।

৫. পি,আর.এ গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রত্যয় সমূহ

৫.১'অংশগ্রহণ' কি এবং কতটুকু?

পি.আর.এ ডিসকোর্সে 'অংশগ্রহণের' ধারণাটিই বিতর্কিত। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়টি সহজেই অনুভব করা করা যায়। খুলনা গবেষিত এলাকায় পি.আর.এ গবেষণা পরিচালনের জন্য Bangladesh Centre for Advanced studies (BCAS) বিভিন্ন পোল্ডারের তথ্য সংগ্রাহক তথা facilitator দের প্রশিক্ষণ দেয়। একজন পি.আর এ বিশেষজ্ঞ তাদের বিভিন্ন কৌশল এবং তা সংগ্রহ করার পদ্ধতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তথ্য সংগ্রাহকদের কিভাবে দল গঠন করতে হবে, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিস্তারিত ধারণা দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তথ্য সংগ্রাহকরা মাঠে যায় এবং বিভিন্ন দল গঠন করে। তথ্য-সংগ্রাহকরা কয়েকটি টিমে ভাগ হয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। তারা বিভিন্ন পোল্ডারের চিংড়ী চাষীদের জড়ো করে নিজ নিজ আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী।

পি.আর.এ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী জনগণকে ডাকা হয় এবং একটি আনুষ্ঠানিক পরিবেশে এ তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। একজন facilitator চিংড়ী চাষীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "আপনাদের এখানে আনার উদ্দেশ্য হলো আপনাদের সমস্যা সরাসরি শোনা। এতে আমরা শুনবো, আপনারা বলবেন। আপনারাই আপনাদের সমস্যা ভাল বুঝবেন।"

উপরোক্ত বয়ানে এটি পরিষ্কার যে, 'অংশগ্রহণের' ধারণা অর্থই হচ্ছে জনগণকে একত্রে জড়ো করা। facilitator রা তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী জনগণকে প্রশ্ন করেন এবং তদনুযায়ী জনগণ উত্তর দেন পি.আর.এ তে অংশগ্রহণের ধারণা কতক বাগাড়ম্বরপূর্ণ শব্দাবলীতে ভরপুর।

'অংশগ্রহণ', 'ক্ষমতায়ন' এবং 'নীচ থেকে উপরে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী' ইত্যাদি (Stirrat & Hen-Kell,1998; Rhnema,1992)। পি.আর.এ. সেশন চলাকালীন সময়ে এটি লক্ষ্য করা গেছে যে, facilitator-দের এটি একটি বিশেষ মিশন এবং বিশেষ একটি চিন্তাধারাকে সামনে রেখে পরিচালিত। পি.আর.এ অনুসৃত কৌশলে কর্মকান্ড না করতে পারলে তা পুনঃ পুনঃ করার আহবান জানানো হয়। মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা এবং চিন্তাধারার আলোকে ব্যাখ্যা না করে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কেবল সাড়া দেয়। তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে ততটুকু যতটুকু পি.আর.এ নিজস্ব

নিয়মনীতি দ্বারা তাদের জন্য পরিসর (space) তৈরী করেছে। এ সম্পর্কে কতক বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ পি.আর.এ ডিসকোর্সে স্বশরীরে 'অংশগ্রহণ' বলতে বোঝাচ্ছে facilitator ও সাধারণ মানুষের পারস্পারিক দায়িত্ববোধ। কিন্তু এখানে ক্ষমতার সম্পর্ক দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক দুরত্ব তৈরী হয় পি.আর.এ তথ্য সংগ্রাহককে 'facilitator'এবং সাধারণ মানুষকে 'partner' চিহ্নিত করার মধ্যে দিয়ে। প্রশিক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের সেশনে মানুষকে ডেকে আনা হয়েছে facilitator দের কথা শুনতে যাদের রয়েছে কর্তৃত্বমূলক জ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা।

দ্বিতীয়তঃ জনগণের অংশগ্রহণ কোনভাবে এটি নিশ্চিত করে না যে তাদের নিজস্ব স্বার্থের প্রতিফলন ঘটে। দলীয় উপস্থাপনায় অংশগ্রহণ রয়েছে বলে অন্যরা চুপ থাকে। এই নীরব উত্তরদাতাদের জটিল সামাজিক বিশ্ব পি.আর.এ কৌশলে অব্যক্ত থাকে (Gray & Others,1997:97)।

৫.২. ক্ষমতার সম্পর্ক ও পি.আর.এ.

জনগণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে 'অংশগ্রহণ' করার ফলে পি.আর.এ গবেষক যেমন নিজ ক্ষমতাকে বুঝতে পারেন তেমনি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ক্ষমতা সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। পি.আর.এ অনুশীলনে আমি এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করি। একজন গবেষক শ্রেণী, লিঙ্গ ইত্যাদি ভেদে দল নির্বাচন করেন। বৈচিত্র্যমূখী দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে একই বিষয়ে ভিন্নতা সৃষ্টি করে তার উপর গবেষক জোর দেন।

খুলনা গবেষিত এলাকাতে লক্ষ্য করা গেছে যে, আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিংড়ী চাষীদের জীবিকা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উচ্চ-মধ্য ও নিম্ন আয়ের চিংড়ী চাষীদের জীবিকা ও আশা-আকাঙ্খা যে ভিন্ন- তা দলীয় আলোচনায় স্পষ্ট হয়। facilitator কে সতর্ক থাকতে দেখা যায় কিভাবে চিংড়ী চাষী 'সম্প্রদায়' কে সংজ্ঞায়িত করবে। পি.আর.এ গবেষণা কৌশলে দল বা শ্রেণী নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করলেও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বাদ পড়ে যায়। স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Local Resource Management) সংক্রান্ত তথ্যে কেবল যে সমস্ত চাষীরা অধিবেশনে উপস্থিত ছিল তাদের থেকে তথ্য নেওয়া হয়। কিন্তু যারা অনুপস্থিত চিংড়ী চাষী এবং যারা খুলনা সাতক্ষীরায় অবস্থান করে এবং যারা আড়তদার / চাষী তাদের মতামত একেবারে অনুপস্থিত থেকে যায়। পি.আর.এ চিংড়ী চাষের আন্ত:সম্পর্ক, নেটওয়ার্ক এবং পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উপেক্ষা করে।এছাড়া চিংড়ী চাষ সংক্রান্ত সরকারী হস্তক্ষেপ, ব্যাংক ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পর্ক লক্ষ্য না করে কেবল উপস্থিত চাষীদের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে consensus বা ঐকমত্যে পৌঁছা। আমি লক্ষ্য করি যে facilitator দলীয় আলোচনার সময় বিশেষ বিষয় সম্পর্কে একমত হবার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন প্রধানত এ কারণে যে তাতে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে ঐক্যমত্যে অধিকাংশ সময় 'নীরব' স্বর কে চাপা রাখে। আমি এও লক্ষ্য করি যে, কেবলমাত্র ঐক্যমত্যে পৌঁছানো কোনভাবেই দলের সদস্যদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার সম্পর্ককে মোচন করতে পারেনা। চিংড়ী ঘের নিয়ে বিবদমান দুজন বড় চাষীকে আমি দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে দেখেছি। অর্থাৎ স্থানীয় ক্ষমতার সম্পর্ক কোনভাবেই দলীয় আলোচনা বা সাক্ষাৎকারে ধরা পড়েনা। তার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা এবং স্থানীয় বাস্তবতা বোঝার ক্ষমতা।

নোয়াখালী গবেষিত এলাকাতে দেখা যায় যে, লিঙ্গীয় বিভাজিত দলে পুরুষরা সর্বদাই যুক্তিপ্রবণ এবং সরব থাকে। প্রায় প্রতিটি পুরুষই চার্টে তার মতামত রাখতে চায়। অন্যদিকে মহিলারা একটি বিশেষ সম্পর্কে প্রায় সকলেই এক মত পোষণ করেন। এর অর্থ কি সব মহিলাই সমান মতামত পোষন করে? নাকি পুরুষ ও মহিলার মিথস্ক্রিয়ার ধরণ ভিন্ন ভিন্ন বলে? তবে পি.আর.এ. অনুশীলনে লিঙ্গীয় অসমতা পর্যবেক্ষন করার সুযোগ থাকে। এদতসত্ত্বে পি.আর.এ. কৌশলে স্থানীয় ক্ষমতার সম্পর্ক লুকায়িত থাকে। দলীয় ঐক্যমত্যের উপর গুরুত্ব প্রদান অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিনিধিত্বশীল নয়।

আমি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে যে তথ্য সংগ্রহ করি তা পি.আর.এ. কৌশলে দলগত আলোচনা থেকে অনেকাংশেই ভিন্নতা লক্ষ্য করি। পি.আর.এ. তে দেখা যায় যে, একটি দলে প্রায় সকল কৃষকই বলছে যে, রাসায়নিক সার তারা প্রায় সকলে ব্যবহার করে, কারণ সার না দিলে ফলন হয় না। এটি ঐ অঞ্চলের সার্বজনীন ধারা। কিন্তু এ ধরনের চর্চা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকেই কেবল আড়াল করে না বরং অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকরও বটে। প্রথমতঃ আমার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে দেখা যায় যে, নিজ জমি এবং বর্গা জমির সার ব্যবহারের মাত্রা ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনেকেই নিজ জমিতে জৈব সার ব্যবহার করে। কারণ দীর্ঘ মেয়াদের জন্য তারা এই পন্থা অব ম্বন করে। অন্য দিকে বর্গা জমির স্বত্ব যেহেতু ক্ষনস্থায়ী সেহেতু রাসায়নিক সার ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ফলন নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। এটি মুলতঃ ছোট কৃষকের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য যা পি.আর.এ কৌশলে ধরা পড়ে না।

দ্বিতীয়ত ঃ পি. আর. এ অনুশীলনে একটি গ্রাম বা সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীন ক্ষমতার সম্পর্ক বেশি জানা সম্ভব হয়ে উঠে না। শ্রেণী সম্পর্ক, লিঙ্গীয় সম্পর্ক, রাজনৈতিক দল বা এন.জি.ও'র সাথে সম্পর্ক - ইত্যাদি না বুঝলে ব্যক্তি/দলের আচরণ বোঝা অসম্ভব।

৫.৩ পি.আর.এ তথ্যে লিঙ্গীয় অসমতা বিশ্লেষণ

নোয়াখালী গবেষিত এলাকাতে কৃষি সম্প্রসারণের ব্লক সুপারভাইজাররা সম্পদের (resource) মানচিত্র করে অংশগ্রহণকারী মহিলাদেরকে সম্পদের এলাকা এবং পরে একটি উৎপন্নের তালিকা প্রস্তুত করতে বলে। এই প্রক্রিয়ায় যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল পুরুষ ও নারীর ভিন্ন ভিন্ন সম্পদ রয়েছে। যেমনঃ মহিলারা মিষ্টি আলু, শাক-সব্জি ইত্যাদি উৎপাদনের উপর জোর দেয়। অন্যদিকে পুরুষরা বা ধান, মরিচ উৎপাদনের কথা বলে।

এটি সত্য যে, পি.আর.এ তথ্যে শ্রম বিভাগের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি অনুসরণ করে পুরুষ ও মহিলার কাজের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের তথ্য মেলে। বিষয়টি যেহেতু দলীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়, মহিলাদের seasonal diagram-এর মধ্যে কাজের দিনক্ষণ এবং কাজের প্রকৃতি চিহ্নিত করার কথা বলা হয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় হলো এই যে, মহিলারা Facilitator কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্দেশনা বা কাঠামোর আলোকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের তালিকা প্রস্তুত করে।

পি.আর.এ কৌশলে শ্রম বিভাগ জানা সম্ভব, কিন্তু এ ধরনের শ্রম বিভাগ 'Separate Sphere Model' (White,1992) তৈরী করে যা সমস্যাজনক। জীবিকা কৌশলে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়। এটি বিশেষ প্রেক্ষিতজাত। একটি কৃষক গৃহস্থালীতে সিদ্ধান্ত কিভাবে গৃহীত হয়? গৃহস্থালীতে ক্ষমতা সম্পর্কের ভিত্তি কি? বয়স, লিঙ্গ ও শ্রেণী বিষয় কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করতে পাওে?- প্রশ্নগুলো বিবেচনায় আনা বিশেষভাবে জরুরী (Whitehead,1984; Dey, 1981; Moore,1988)। বিভিন্ন মহিলার সাথে ব্যক্তিগত আলোচনা ও সাক্ষাৎকারে পি.আর.এ সংগৃহীত তথ্যের বিপ্রতীপ তথ্যের সন্ধান পাই। পি.আর.এ কৌশলে মনে হতে পারে শ্রম বিভাগ অপরিবর্তনীয় এবং স্থায়ী। আমার ব্যক্তিগত সংগৃহীত তথ্যে দেখাচ্ছে যে, চরাঞ্চলে শ্রম পরিবর্তনীয় এবং গতিশীল-যা বিশেষ গৃহস্থালীর প্রয়োজন অনুসারে গৃহীত হয় (Ahmed, 1999)।

পি.আর.এ শ্রমবিভাগ থেকে এটি অনুমিত হয় যে, চরের নারীরা ঘরে আবদ্ধ থাকে এবং ঘর কেন্দ্রীক বাগান কাজ সহ পরিবারের সন্তান লালন-পালন ও রান্না বান্না ছাড়া কিছুই করে না। এ ধরনের ধারণা চরাঞ্চলে কৃষক সমাজের গতিশীলতা অনুধাবনে বিপদজ্জনক। একটি বিশেষ সময়কাল ধরে গৃহস্থালীতে সিদ্ধান্ত কিভাবে গৃহীত হয় তা দেখা জরুরী। সারা হোয়াইট (1992) যেমন বলেছেন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তির পছন্দের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে না দেখে বরং দীর্ঘ সময়ে যাকে তিনি 'diverse negotiations of interest' বলেছেন- কিভাবে গৃহীত হয় তা দেখা জরুরী। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে এভাবে দেখলে দেখা যাবে যে, লিঙ্গীয় ভূমিকা এবং শ্রমবিভাগ কোন অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়। চরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে,

শ্রমবিভাগে নারীর অবস্থান তাদের জীবন চক্রের সাথে জড়িত। বাড়ন্ত বয়স পর্যন্ত বাবাকে 'ক্ষেতে' সাহায্য করা চরাঞ্চলের মেয়েদের যাতায়াত লক্ষ্য করা যায় (Ahmed, 1999)।

এছাড়া গৃহস্থালীর অবস্থাও শ্রমবিভাগ কে গতিশীল করে। প্রাপ্ত তথ্য দেখাচ্ছে যে আমন ধান উঠার পর চরাঞ্চলের শতকরা ৮০ ভাগ কৃষক বেকার হয় পড়ে। যেহেতু এক ফসলা, সেহেতু ব্যাপক সংখ্যক কৃষক শহরে কাজের সন্ধানে যায়। রবি শস্য উৎপাদন করা বেশির ভাগ কৃষক গৃহস্থালীর ভোগের জন্য করা হয়। কিন্তু পুরুষ সঙ্গীরা অনুপস্থিত থাকলে তা কে দেখাশুনা করে? গ্রামীণ কৃষকদের অবস্থা এমন ভাল নয় যে, সামান্য রবি শস্যের জন্য তারা দিন-মজুর ভাড়া করতে পারে। আহমেদের (1999) এথ্নোগ্রাফী দেখাচ্ছে যে, মহিলারা তাদের 'শালীনতার' মধ্যে পুরুষ আত্নীয়ের সাথে বা ক্ষেতে -বিশেষতঃ রাতে বা ভোরে ক্ষেতের কাজ করে। স্পষ্ট হবে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে কতক বিষয় প্রথমত ঃ গৃহস্থালী সঙ্গীদের গড়নের উপর শ্রমবিভাগ পরিচালিত হয়। দ্বিতীয়তঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কার কর্তৃত্ব কতটুকু তার উপর ও শ্রমবিভাগ নির্ভর করে। এক্ষেত্রে মহিলা বা নারী কে সমস্বত্ব ভেবে পি.আর.এ লিঙ্গীয় অসমতাকে দূর করার যে চেষ্টা করে, তা অনেকাংশেই সামাজিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে। কারণ গৃহস্থালী সিদ্ধান্ত বিভিন্নভাবে হতে পারে ঃ লিঙ্গীয় বিভাজন (স্বামী/স্ত্রী, মাতা/পুত্র), প্রজন্ম বিভাজন (পিতা/পুত্র, মাতা/পুত্র) বয়সভেদে বিভাজন (বৃদ্ধ/যুবা) এবং শ্রেণী বিভাজন (ধনী/গরীব এবং মালিক/শ্রমিক)।

৫.৪ স্থানিক জ্ঞানের প্রশ্ন ও পি.আর.এ

পি.আর.এ. গবেষণা কৌশলের কতক ইতিবাচক দিক রয়েছে। পি.আর.এ. অনুশীলনের মাধ্যমে গ্রামের ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া সম্ভব। যেমন একটি গ্রামে বা 'সম্প্রদায়ে' ক্ষমতাহীন-ক্ষমতাবান কে, শ্রম বিভাজন সহ লিঙ্গীয় অসমতার ধরণ ইত্যাদি তথ্য জানা যায়। কিন্তু দলীয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রিক তথ্য সংগ্রহে ব্যক্তির বিভিন্নমূখী ক্ষমতার সম্পর্ক আড়াল থেকে যায়। ফলে তথাকথিত দলীয় আলোচনা ভিত্তিক ঐক্যমত্য একটি সমাজকে সমস্বত্বের চিত্রই দিতে পারে।
প্রান্তিক বা অজনপ্রিয় মতামত সমূহ পি.আর.এ. কৌশলের তথ্য ভান্ডারের একেবারে অনুল্লেখ থেকে যায়। সাথে অপর যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পি.আর.এ. হাজির করে তা হলো সমস্বত্ব স্থানিক জ্ঞান। পি.আর.এ. তে একটি আনুষ্ঠানিক/অফিসিয়াল পরিবেশে কতক ব্যক্তির গুরুত্ব দেয়া হয় যাকে 'Indigenous Technical Knowledge' বলা হয়। মানুষের অনানুষ্ঠানিক জ্ঞান অর্থাৎ আচার, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি বিষয় সমূহ উপেক্ষিত থেকে যায়। কারণ মানুষ তাদের জ্ঞানকে শুধু ভাষা বা দৃশ্যকরণের (যা পি.আর.এ. তে করা যায়) মাধ্যমেই প্রকাশ করে না বরং

আকার ইঙ্গিত সহ বিভিন্ন এ্যাকশনধর্মী কর্মকান্ডের মাধ্যমেও তাদের জ্ঞান চর্চা করে।

স্থানিকতা সম্পর্কে পি.আর.এ. যে দাবী করে বাস্তবে তা কার্যকর নয়। প্রাপ্ত তথ্য দেখাচ্ছে যে, পি.আর.এ. এর বিশ্লেষনের পদ্ধতি (Methods of Analysis) স্থানীয় জনগণের চিন্তা চেতনার সাথে অনেকাংশেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। Village Mapping, the Matrix এবং The calender of the time chart- এই তিন কৌশল যে ভাবে জনগনের কাছে উপস্থাপন করা হয় তা স্থানিক নয়। এটি পাশ্চাত্য ভূমিজাত যা ক্ষমতার সম্পর্কের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

প্রথমতঃ পি.আর.এ. -র রয়েছে নিজস্ব ভাষা, ডিসকোর্স, এর নিজস্ব ধরণ যার মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি পি.আর.এ. নির্দেশিত নিয়মাবলীর মধ্যে অন্তর্ভূক্তিকরণ বা বিষয়টি facilitator এর মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। কি ধরনের মানচিত্র দৃশ্যমান হবে তা পি.আর.এ. ঠিক করে দেয়। অন্যান্য পি.আর.এ. কৌশলেও একই ধারা বিদ্যমান। যেমনঃ পি.আর.এ অনুশীলনে যেভাবে ছকে বাধা এবং ক্যালেন্ডারের নিয়ম অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবনের তথ্য নেবার কথা বলা হয়- তা বাস্তবতা থেকে ভিন্ন। বিভিন্ন ক্যাটাগরীর মহিলারা তাদের দৈনন্দিন জীবনকে পশুপালন, জ্বালানী সংগ্রহ, রান্না বান্না, গৃহস্থালী ব্যবস্থাপনা, বাচ্চা পালন-এভাবে সচরাচর ভাগ নাও করতে পারে। আবার, পাশ্চাত্যের কায়দায় গ্রামীণ বাংলাদেশের মানুষ দিনক্ষণ নাও ভাগ করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ মাঠের তথ্য দেখাচ্ছে যে, পি.আর.এ. কৌশল কতক বর্গের সমষ্টি যা পাশ্চাত্য ভূমিজাত, এর মাধমে মানুষকে তাদের দৈনন্দিন চিন্তা করতে বাধ্য করে। সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ মহিলা-পুরুষকে তাদের মতো করে চিন্তা করতে দেখি। এক জন পুরুষ কৃষকের মতে, যখন নিদিষ্ট ধানের আটির গোছা শেষ হয়, তখন বুঝি দুপুরের খাবারের সময় হয়েছে। আবার, এক জন মহিলা কৃষকের মত হচ্ছে, ঘরের চালের ছায়া সোজা হয়ে পড়লে (সূর্য মাথা বরাবর এলে) বুঝি আমার স্বামীর আসার সময় হয়েছে এবং দুপুরের খাবার সময় তখনই।

উপরোক্ত মন্তব্য সমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কৃষি কর্মকান্ড হচ্ছে সময়ের নির্দেশক (reference point) এবং সেগুলো ধারাবাহিক। এটি অনেকটা Evans Pritchard এর Nuer দের সময় জ্ঞান সংক্রান্ত ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পি.আর.এ. অনুশীলনে সময়কে বস্তুকরণ করে, এছাড়া সময়কে (যেমন সপ্তাহের ৭ দিন কে ৭ টি পাথর দিয়ে দেখানো) দৃশ্যমান করে বিভিন্ন অবজেক্ট এর মধ্য দিয়ে যা গ্রামীণ মানুষ সচরাচর নাও করতে পারে।

৬. উপসংহার ও মন্তব্য

উপরোক্ত আলোচনা থেকে কতগুলো সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়:

১. পি.আর.এ. অনুশীলনের মাধ্যমে দলীয় পর্যায়ে ক্ষমতা সম্পর্ক পযর্বেক্ষণ করা যায়। ধনী-গরীব, পুরুষ-মহিলা প্রভৃতি পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান ও মত পি.আর.এ.- তে জানা সম্ভব।

২. পি.আর.এ. দলগত আলোচনায় যে আনুষ্ঠানিক তথ্যের উপর গুরুত্ব দেয় বাস্তবে তার ভিন্ন চিত্র দিতে পারে।

৩. পি.আর.এ. -র মাধ্যমে শ্রমবিভাগে লিঙ্গীয় বিভাজিত দল জানা সম্ভব। কিন্তু এই শ্রমবিভাগ কিভাবে অসম ক্ষমতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা বলে না।

৪. পি.আর.এ. অনুশীলনে যেভাবে ছকে বাঁধা সময় এবং ক্যালেন্ডারের নিয়ম অনুসরণে দৈনন্দিন জীবনের তথ্য দেবার কথার কথা বলা হয় তা বাস্তবে অসামঞ্জস্যপূর্ন।

তথ্য সংগ্রহে পি.আর.এ. - র যদিও কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে জটিল সামাজিক বিশ্বকে বোঝার ক্ষেত্রে তা অপ্রতুল এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিভ্রান্তিকর। দলীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে পি.আর.এ. যে সমস্বত্ব স্থানিক জ্ঞান তৈরী করে তা সমস্যাজনক। Village mapping, the matrix and the calendar ও time chart: পি.আর.এ. -র এই উপস্থাপনার ধরণসমূহ স্থানীয় জনগণের চিন্তা থেকে উৎসারিত নয়। কারণ পি.আর.এ. - র রয়েছে নিজস্ব ভাষা এবং ডিসকোর্সের নিজস্ব ধরণ-যার দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পুরো তথ্য সংগ্রহ বিষয়টি Facilitator-এর মাধ্যমে অন্তর্ভূক্তিকরণ-বিযুক্তিকরণের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়। আমরা লক্ষ্য করি যে, পি.আর.এ. একটি grid সরবরাহ করে, যা অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত দিয়ে পূরণ করে। এক্ষেত্রে 'অংশগ্রহণ' স্বতস্ফুর্ত না হয়ে একপ্রকার duty পালন হিসেবে আবির্ভূত হয়। সেদিক থেকে পি.আর.এ. কৌশলে রয়েছে নির্দিষ্ট ধর্মতত্ত্ব যা অবশ্য পালনীয় বলে ধরে নেওয়া হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই প্রবন্ধটি ফোর্ড ফাউন্ডেশানের অর্থানুকূল্যে জাহাঙ্গীরনগরবিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভগের "ফলিত গবেষণা প্রকল্প" এর আওতাধীন "পি.আর.এ গবেষণা কৌশল এবং জ্ঞান/ ক্ষমতার সম্পর্ক ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" (২০০১) শীর্ষক অপ্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে লেখা। লেখাটি পরিমার্জনে আমি রিভিউয়ারের মূল্যবান মন্তব্যের জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়া লেখাটি তৈরী করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শ ও কম্পিউটারে সহায়তা করার জন্য আমার প্রাক্তন ছাত্র বর্তমানে গবেষণায় সম্পৃক্ত রঞ্জন সাহা পার্থকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

তথ্যসূত্র

Ahmed, Z.(1999).Risk, knowledge and power: Agriculture and development discourse in a costal village in Bangladesh, PhD dissertation, Social Anthropology, University of Sussex,UK.

Ahmed, Z. (2001), Shrimp Producers' Livelihood Study'. BCAS, Dhaka.

Chambers, R.(1983) *Rural Development: Putting* the Latest First, London: Longman.

Chambers, R.(1989) "Reversals, institutions and change". In Chambers, R.A. Pacey and L.A. Thrupp. *Farmer First: Farmer Innovation and Agricultural Research.* IT publications, London.

Chambers, R.A. Pacey and L.A. Thrupp.(1989) *Farmer First : Farmer Innovation and Agricultural Research.* IT publications, London.

Dey,J.(1981) "Gambian Women: unequal partners in rice development projects". In *Journal of Development Studies* (Special issue oe American women in development process),Vol.17,No.3: 109-122.

Goebel, Allision.(1998) "Process, Perception and Power: Notes from 'Participatory' Research in a Zimbabwean Resettlement Area" *Development and Change*,Vol.29.277-305.

Gray and Others (1997) Power, Interest and Extant ion of Sustainable Agriculture 2. In *SociologiaRuralis*, vol.37.No.1: 97-113.

Moore, H (1988) *Feminism and Anthropology,* London: Polity Press.

Moose, D (1994). "Authority, gender and knowledge: theoretical reflection on the practice of participatory Rural Appraisal". *In Development and change, 25; 497-526.*

PRA notes (1983) IDS, Brighton, UK.

Quddus, A.G.H. 2001. *Livelihood Analysis* (Fourth Fisheries Project)BCAS, Dhaka.

Rahnema)1992) Participation. In Development .... edited by.....

Scoones, I and Thonpson, J.(1993) Challenging the Populist Perspective: Rural people and knowledge, Agricultural Research and Extention Practices. University of Sussex, Institute of development studies (IDS discussion paper, 332).

Scoones, I and Thonpson, J.(1994) Challenging the Populist Perspective: Rural people and knowledge, Agricultural Research and Extension Practices, IT publication, London.

Stirrat, R.L. and H.Henkel (1998). Participation and Spiritual Duty: The Religious Roots of the new orthodoxy" paper presented on PRA and Anthropology: critiques and Challenges. IDS, University of Sussex.

VLPS, (2001). Bangladesh Centre for Advanced Studies, Dhaka.

White, S.(1992). Arguing with the Crocodile: Gender and class in Bangladesh. London: Zed.

Whitehead, A (1984). I'm hungry mum: the politics of domestic budgeting" in K. Yong et al. Of Marriage and Market, Routledge, Kegan Paul.